দৈনিক ইত্তেফাক

18

তারিখ ... FEB. 06 2000
পৃষ্ঠা ১২ নাম ...

বোর্ডের বইঃ এখনও সংকট দূর হয় নাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষাবর্ষের প্রায় দেড়মাস অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও বোর্ডের বই পৌঁছায় নাই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলিতেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই সরবরাহ করা হইয়াছে। অথচ দেশের গ্রামাঞ্চল তো দূরের কথা অনেক শহরেও ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও নূতন ক্লাসের নূতন বই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এদিকে বোর্ডের বই সংশোধনকে কেন্দ্র করিয়া বিভ্রান্তি দেখা

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই (শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলিতেছে, মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে জরুরীভাবে প্রায় ১৫টি বই সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ২টি বইয়ের ক্ষেত্রে 'ডিউপার্ট' (আলাদা সংশোধনী অংশ) জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সংশোধন করা নূতন বই বাজারে সহজে পাওয়া যাইতেছে না। বাংলাবাজারের ফুটপাতে বই বিক্রেতারা এখনও বলিতেছেন, মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে নূতন কোন বই প্রকাশ করা হয় নাই। তাহাদের কথায় বিভ্রান্ত হইয়া অনেকে পুরাতন বইই কিনিতেছেন। অপরদিকে বিনা মূল্যের বই এখনও অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে পৌঁছায় নাই। ফলে অনেক অভিভাবক চড়া দামে বিনা মূল্যের বই কিনিতেছেন।

এইবার বোর্ডের মাধ্যমিক শাখার অধিকাংশ বই সংশোধন করিয়া নূতন আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেকার মজুদকৃত বিপুল পরিমাণ বই বিক্রয় করার সুবিধা আদায়ের চাপ অব্যাহত থাকায় বোর্ড এই ব্যাপারে নমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫টি বই সম্পূর্ণ নূতন এবং অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে সংশোধনীর নূতন অংশ (ডিউপার্ট) জুড়িয়া দিয়া বিক্রয়ের ঘোষণা দেওয়া হইলেও বাজারে নূতন বই এখনও ধরাছোঁয়ার বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ১৫টি নূতন বই বাজারে সরবরাহ করা হইয়াছে। কাজেই বই না পাওয়ার কোন কারণ দেখি না। তিনি বলেন, বোর্ডের বইয়ের ক্ষেত্রে আগামীতে আর কোন সংকট সৃষ্টি হইবে না। বোর্ডের বই সরবাহের ক্ষেত্রে অচিরেই একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।